চ্যানেল আই'র জন্মদিন

'যার হৃদয়ে বাংলাদেশ সে আছে আমাদের হৃদয়ে'

লিখেছেন **রুহুল তাপস** ও **জব্বার হোসেন** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

১২.০১ : ১ অক্টোবর ২০০২ সাল। রাত ১২ টা ১ মিনিট। দেশের প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট বাংলা চ্যানেল 'চ্যানেল আই' পা দিল নতুন আর একটি বর্ষে। বেজে উঠল সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া 'চ্যানেল আই-এর আজ জন্ম দিন' গানটি। একদিকে টিভি পর্দায় আর অন্যদিকে চ্যানেল আই অফিসে চলছে জন্মদিনের কেক কাটার পর্ব। অফিসে কেক কাটছেন চ্যানেল আই-এর দুই কান্ডারি ফরিদুর রেজা সাগর এবং শাইখ সিরাজ। আর পর্দায় কেক কাটছেন ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চু। পর্দায় উপস্থিত বিপাশা হায়াত, অপি করিম, তারিন, ঈশিতা, টনি ডায়েস, আইয়ুব বাচ্চু, মিতা নূরসহ বিভিন্ন তারকারা। চ্যানেল আই পর্দায় কেক কাটার আয়োজন করেছে তাদের অগণিত দর্শকদের জন্য। অফিসে নিজেদের কেক কাটা শেষ হতে না হতেই শুরু হলো শুভেচ্ছা বিনিময়।

র‍্যাফেল ড্র-র ঘোষণা দিচ্ছেন কুমার বিশ্বজিৎ

১.০০ : ফরিদুর রেজা সাগর ও শাইখ সিরাজ দু'জনে যখন ব্যস্ত আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানাতে, ঠিক এমন সময় একদল চ্যানেল আই কর্মী গান গাইতে গাইতে এসে হাজির। এসে জানালেন তাদের আনন্দ মিছিল করতে হবে। ব্যস, সবাই মিলে গভীর রাতে বেরিয়ে গেলেন আনন্দ মিছিলে। ঢোল, খোল, একতারা বাজিয়ে গানের তালে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে বেইলী রোডকে জাগিয়ে তুলল তারা। নগর সভ্যতার নিদর্শন হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে নগরবাসী জেগে উঠছে একে একে। তাদের বিদ্যুৎবাতি জ্বালানো দেখে আনন্দ মিছিলের সবাই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জানাচ্ছে তাদের শুভেচ্ছা। তারাও যেন হাতের ইশারায় সাড়া দিয়ে স্বাগত জানালো জন্মদিনকে। আনন্দ মিছিল বেইলী রোড হয়ে এগিয়ে চলল কাকরাইলের দিকে। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এলো সিদ্ধেশ্বরী চ্যানেল আই অফিসে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাচানাচি আর প্যারোডি গান। এই নিয়ে কাটল বেশ কিছু সময়।

রাতের গভীরতা বাড়ছে। চ্যানেল আই কর্মীরা অনেকেই ক্লান্ত। আরমান বলেই উঠলেন, 'আজ অনেক হয়েছে। শরীর আর চলছে না। সারাদিন তো পড়ে আছে। এখন বিদায় নেয়া যাক।' সবাই একে একে ঢুকে পড়ল অফিসের ভেতরে। অনেকদিন রাতের গভীরতা উপভোগ করতে পারি না। বের হয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

মন্তব্য খাতা নিয়ে ব্যস্ত 'গৃহগল্প ডটকম' নাটকের শিল্পী শর্মিলী, চিত্রলেখা, জয়া, তাজিন ও বিজরী

৮.০০ : সকাল সকাল আবার হাজির হলাম চ্যানেল আই-এ। সামনে যেতেই সিকিউরিটির অবস্থা দেখে একটু ভড়কে গেলাম। ফটোগ্রাফার আনোয়ার মজুমদার মাঝে মাঝে বেশ মজা করে কথা বলে। সে বলেই বসল, ' যে সিকিউরিটি! প্রধানমন্ত্রী আসতে পারে। ভালোই মজা হবে এবারের জন্মদিন'। দোতলা বেয়ে উঠতেই চ্যানেল আই-এর সিকিউরিটির বাধা। এখন ভেতরে ঢুকতে দেয়া যাবে না। আমাদের কেউ এসে পৌঁছায়নি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজার সঙ্গে রাতেই কথা হয়েছিল। তিনি আসবেন পৌনে নয়টার দিকে। 'সংবাদপত্রে বাংলাদেশ' নামে একটি অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক তিনি। প্রতি সপ্তাহে একদিন উপস্থিত থেকে সংবাদ বিশ্লেষণ করেন। আজ জন্মদিনের বিশেষ 'সংবাদপত্রে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং। আমরা অপেক্ষা করছি গেটে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকানো। এমন করে কেটে গেলো খানিকটা সময়। কিছুক্ষণের মধ্যে মোর্তোজা ভাই চলে এলেন। তার সঙ্গে সরাসরি চলে গেলাম চারতলায়। স্টুডিওতে গিয়ে দেখি তখনও অনুষ্ঠানের উপস্থাপক নাঈমুল ইসলাম খান ও পরিচালক আমীরুল ইসলাম এসে পৌঁছাননি। অনুষ্ঠানের সহকারী পরিচালক কাজল ঘোষ ব্যস্ত হয়ে বারবার ঘড়ি দেখছেন।

সংবাদ শুরুর আগে নির্দেশনা দিচ্ছেন শাইখ সিরাজ

৯.০০ : স্টুডিওতে বসলাম আমি, আনোয়ার আর মোর্তোজা ভাই। কাজল আমাদের দেখে হেসে মোর্তোজা ভাইকে বলল, 'এইমাত্র ফোন করলাম, আসিফ ভাই ও নাঈম ভাই চলে আসছেন। তারা এলেই আমরা রেকর্ডিং শুরু করবো।' সবুজ ব্যস্ত স্টুডিওতে লাইট সাজাতে। সে অন লাইন এডিটর। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে হাজির হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও সাংবাদিক আসিফ নজরুল। চলে এলেন নাঈমুল ইসলাম খানও। যিনি সাংবাদিক গড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত। তিনিই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন। এরই মধ্যে স্টুডিও গোছানোর কাজ মোটামুটি শেষ। জানলাম পরিচালক আমীরুল ইসলাম বেশ কয়েকদিন জন্ম দিনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রচুর খেটেছেন। গত রাতেও আনন্দ মিছিল শেষে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছেন, যার জন্য আসতে একটু দেরি হবে। সহকারী কাজল অনুষ্ঠান শুরু করে দিলেন। অনুষ্ঠানটি ধারণ করা হবে তিন ক্যামেরায় আর এডিট হবে অনলাইনে। সেটে বসে পড়লেন

আড্ডায় মেতেছেন ইনামুল হক, আলী যাকের, আফরোজা বানু ও আফসানা মিমি

একপাশে আসিফ নজরুল আর অন্যপাশে গোলাম মোর্তোজা। মাঝখানে নাঈমুল ইসলাম খান। এর মধ্যে অনন্যা রুমা এসে শুভেচ্ছা জানালেন। আসিফ ভাই হেসে বললেন, 'তোমাকে আজ রুমার মতোই লাগছে।' এ কথায় স্টুডিও হাসির শব্দে মুখরিত হলো বেশ কিছুটা সময়। এরই মধ্যে একজন চ্যানেল আই কর্মী এসে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। র‌্যালিতে যেতে হবে তাই। প্রথমে ছোট রিহার্সেল। এরপর টেক নেয়া শুরু। নাঈম ভাই শুরু করলেন দর্শকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে। মোর্তোজা ভাই শুরু করলেন তৃষা হত্যার রায় দিয়ে আলোচনা। চলতে থাকলো 'সংবাদপত্রে বাংলাদেশের' রেকর্ডিং। এরই মধ্যে লাল, হলুদ, নীল পট্টিমারা পাঞ্জাবি আর সঙটুপি পরে ভেতরে ঢুকলেন আমীরুল ভাই। তিনি চুপচাপ মনিটরের পাশে গিয়ে বসলেন। কানে কানে তার সঙ্গে কথা হলো। তিনি জানালেন, 'প্রতিদিন এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে তার ভালোই লাগছে।' রেকর্ডিং শেষ। আমীরুল ভাই মজার লোক। তিনি গলা ফাটিয়ে আড্ডাটা শুরু করলেন। এর মধ্যে একজন চ্যানেল আই কর্মী এসে জানালেন, র‌্যালির প্রস্তুতি চলছে সবাইকে যেতে হবে।

ভিজে আর কর্মীদের নিয়ে মেতেছেন শাইখ সিরাজ

শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন সামিনা, ফাহমিদা ও সুমী

১০.০০ : চারতলা থেকে নেমে দোতলায় রিসিপশনে ঢুকতে হলো ভিড় ঠেলে। সবাই র‌্যালির প্রস্তুতির জন্য পোশাক পরিধানে ব্যস্ত। এরমধ্যে অনেকেই অতিথিদের আপ্যায়ন করাচ্ছেন বেতের ডালায় মুড়কি আর নাড়ু নিয়ে। এ পরিবেশ দেখে মনে পড়ল চ্যানেল আইয়ের স্লোগান 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' যার ছোঁয়া জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও। নাস্তা একেবারে বাঙালি ঐতিহ্যে। অতিথিরা আসছেন। কেউ আসছেন ফুলের তোড়া নিয়ে, কেউ আবার কেক হাতে। সিঁড়িতে দাঁড়াতে চোখে পড়ল শিল্পী ও পরিচালক আবুল হায়াতকে। হাতে ফুলের তোড়া। এগিয়ে গেলাম হায়াত ভাইয়ের দিকে। সালাম দিতেই হেসে দিলেন। কথা হলো তার সঙ্গে। জন্মদিনে অনভূতি ব্যক্ত করলেন এভাবে, 'আমি চ্যানেল আই-এর শুরু থেকেই ছিলাম, এখনও আছি, আগামীতেও থাকবো। পরিচালক হিসেবে আমার জন্ম হয়েছিল এই চ্যানেল থেকে। চ্যানেল দীর্ঘজীবী হোক।' অতিথিদের মধ্যে আরো দেখা হলো ফকির আলমগীর, ফেরদৌস ওয়াহিদসহ অনেকের সঙ্গে।

১০.৩০ : র‌্যালির প্রস্তুতি শেষ। নিচে নেমে এলাম। দেখা হলো সংবাদ কর্মী রুনীর সঙ্গে। হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে ছুটছেন সংবাদ সংগ্রহে। রাস্তায় দাঁড়াতে চোখে পড়ল কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি। সাজানো হয়েছে জরি দিয়ে। চ্যানেল আই-এর কর্মী, কলাকুশলী, ভিজেসহ অতিথিরা অনেকেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সারিবদ্ধ হয়ে। চোখ ঘোরাতেই চোখে পড়ল রিপোর্টার ও সংবাদ পাঠক রাশেদ কাঞ্চনকে। একটু এগিয়ে গিয়ে কথা হলো রাশেদ ভাইয়ের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'একদম শুরু থেকে আমি এই চ্যানেলের সঙ্গে জড়িত। আমাকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন সিরাজ ভাই।' র‌্যালি শুরু। ঘোড়ার গাড়িতে বসা ভিজে সঙ্গীতা, মৌসুমীসহ অনেকেই গান গাইছেন। র‌্যালির সামনে সবুজসহ কয়েকজন উৎসুক দর্শকের মাঝে সঙ সেজে চকলেট বিতরণ করছে। র‌্যালি কাকরাইল হয়ে পল্টন দিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে যেতে পুলিশের বাধা। পুলিশ জানালো, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিষেধ আছে।

প্রেসক্লাবের দিকে যেতে দেয়া যাবে না। র‌্যালি বাধ্য হয়ে ঘুরিয়ে দিতে বললেন আমীরুল ভাই। মুক্তাঙ্গন হয়ে জিপিওর সামনে দিয়ে প্রেসক্লাবে ঢুকতে যাওয়ার সময় আরেক বাধা। সেখান দিয়েও পুলিশ ঢুকতে দিল না। সবাই জানালো প্রেসক্লাবে যাওয়া যাবে না। ক্যামেরাম্যান রিপন ও এডিটর খোকন নাছোড়বান্দা। সে প্রেসক্লাবে যাবেই। অবশেষে সেগুনবাগিচা দিয়ে র‌্যালি প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়াতেই আবারও পুলিশের বাধা। পুলিশ এখানে বাধা দিক আর যাই করুক র‌্যালির উদ্দেশ্য পূরণ হলো। প্রেসক্লাব থেকে টিএসসি হয়ে র‌্যালি আবার ফিরে এলো চ্যানেল আই অফিসে।

১২.৩০ : র‌্যালি শেষে সবাই তৃষ্ণার্ত। সিঁড়িতে স্পন্সর করা পানীয় বাবুল আপ ও সানক্রেস্ট এবং প্রাণ জুস সবার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন ডিস্ট্রিবিউটররা। গলা ভিজিয়ে যেন র‌্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা তৃপ্ত। ওপরে উঠে চোখে পড়ল ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক মোহসিউল আদনান ও প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজা শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছেন। এর আগেই সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে বিশাল ফুলের তোড়া পৌঁছে গেছে। ফুলের তোড়ায় লেখা, 'যার হৃদয়ে বাংলাদেশ সে আছে আমাদের হৃদয়ে।' সামনে তাকাতেই

'সংবাদপত্রে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং-এর ঠিক আগ মুহূর্তে আসিফ নজরুল, নাঈমুল ইসলাম খান, গোলাম মোর্তোজা, অনন্যা রুমা এবং কাজল ঘোষ

চোখে পড়ল নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নিপা, শিবলী মোহাম্মদ। পাশেই অভিনয় শিল্পী তমালিকা কর্মকার, মুনিরা ইউসুফ মেমীসহ অনেকে। তারা মন্তব্য খাতায় লিখছেন। কথা হলো শিবলীর সঙ্গে। তিনি বললেন, 'চ্যানেল আই-এর কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা, যতোদিন থাকবে মুক্তিযুদ্ধের কথা তারা বলবে।' শিবলীর সঙ্গে কথা শেষ করে একটু সামনে এগিয়ে যেতেই দেখা হলো ফরিদুর রেজা সাগরের সঙ্গে। সাগর ভাই ব্যস্ত অতিথি আপ্যায়নে। ব্যস্ততার মাঝেও মুখে হাসি লেগে আছে। কাছে গিয়ে আজকের অনুভূতি জানতে চাইলে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আজকের অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের মাঝে এতো মানুষ এসেছে এটাই বড় পাওয়া।' চলছে অতিথি আপ্যায়ন। চ্যানেল আইয়ের প্রেস কো-অর্ডিনেটর হাবিবুল হুদা পিটু ব্যস্ত সাংবাদিকদের নিয়ে। তাকে ঘিরে বসে আছে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকার সাংবাদিকরা। সেলিম, ফটোগ্রাফার অঞ্জন ও নাসির ব্যস্ত প্রেস রিলিজ আর ছবি দিতে। দোতলা থেকে আবার উঠে গেলাম উপরে। উদ্দেশ্য শাইখ সিরাজের সঙ্গে দেখা করা। তার রুমে ঢুকতেই দেখা গেল নিজের তৈরি ভিজে কর্মীদের নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। ভিজেদের মধ্যে রয়েছেন অপু, সঙ্গীতা, মৌসুমী, নিপাসহ অনেকেই। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমরা কখনও মনে করি না যে চ্যানেল আই শুধু আমাদের। চ্যানেল আই সবার। আজকের অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না।' আবার নেমে এলাম তিন তলায়। এসে দেখি সেখানে চলছে র‍্যাফেল ড্র। জানলাম এক ঘন্টা পরপর এই র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম র‍্যাফেল ড্র বিজয়ী হয়েছেন ইত্তেফাকের একজন কর্মী।

১.১৫ : রান্নার অনুষ্ঠানের জন্য কেকা ফেরদৌসী বিখ্যাত। তিনি তার রান্নার ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে আসেন। সঙ্গে টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের সৌজন্য চ্যানেল আই লেখা বড় একটি কেক আর তিন বছর উপলক্ষে আরো তিনটা কেক নিয়ে এসেছেন টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের স্বত্বাধিকারী মুনিরা এমদাদ। এরই মাঝে অনেকেই এসে তাগাদা দিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে। ঘোষণার পর আগত সবাই খাবারের পর্বটি সারতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

২.১৫ : হঠাৎ কানে ভেসে এলো ব্যান্ডপার্টির শব্দ। নিচে গিয়ে দেখি ব্যান্ড পার্টি বাজছে তুমুলভাবে। রাস্তায় রীতিমত ভিড় জমে গেছে। বেইলী রোডের রাস্তা জুড়ে উৎসবের আমেজ।

২.৩০: টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ এলেন। শাইখ সিরাজ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার কক্ষে নিয়ে যান। ফরিদুর রেজা সাগরও আসেন অভ্যর্থনা জানাতে। কথা হয় মার্গুব মোর্শেদের সঙ্গে- টিভি চ্যানেল হিসেবে কেমন লাগছে চ্যানেল আই?

-'ইনোভেটিভ, নিউজ ফিচার সব কিছুতেই একটা সতেজতার ছাপ আছে। দেখে মনে হয় ইমপ্রোভাইজ ক্যাপাসিটিও খুব ভালো। আমার মনে হয়, মানুষ এটা পছন্দ করে।'

- টেরিস্টেরিয়াল হলে তো আরো ব্যাপক মানুষের মধ্যে এটা পৌঁছে যেত। টেরিস্টেরিয়াল ছাড়া কিভাবে ব্যাপক মানুষের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব?

-'এই বিষয়টি আসলে সরকারের নীতিমালার ওপর নির্ভর করে। আমার যা বক্তব্য তা হল– তারা যেন কাজটা এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রোগ্রামের মান যেভাবে করছে তাতে তারা ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবে। তখন কনজুমার্স থেকেই একটা ডিমান্ড তৈরি হবে।'

২.৪৫ : আমীরুল ইসলামের পরিচালনায় ২৫২৫ মোবাইল কুইজ নামে একটি অনুষ্ঠান চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হয়। গত পহেলা বৈশাখ প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানের কুইজ বিজয়ী তরুণ ব্যবসায়ী আলী হোসেন আসেন নোয়াখালী থেকে। জন্মদিনের দিন পুরস্কার নিতে আসায় বিষয়টি আরো জমজমাট হয়ে ওঠে। এরই মাঝে আবার র‍্যাফেল ড্র ২০০ থেকে ৩০০ নম্বরের। ইতিপূর্বে ১০০ থেকে ২০০ নম্বরের ড্র হয়ে গেছে। এই সময় টিসা, সাইদুল আনাম টুটুল আসেন।

৩.১০ : বিএনপি সাংসদ মাহী বি চৌধুরী ফুল নিয়ে আসেন শুভেচ্ছা জানাতে। ছবি

চ্যানেল আইয়ের দুই কর্ণধার ফরিদুর রহমান সাগর আর শাইখ সিরাজকে নিয়ে টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ

তুলতে গেলে হেসে বলেন, 'সাপ্তাহিক ২০০০ আমাকে নিয়ে আবার কোনো প্রচ্ছদ করবে না তো?' চ্যানেল আই কেমন লাগে জানতে চাইলে মাহী বি চৌধুরী বলেন, 'চ্যানেল আই বাংলাদেশের গর্ব। চ্যানেল আই বাংলা ভাষায় প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল। আমি বিশ্বাস করি চ্যানেল আই সত্যিকারভাবে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছে।'

এরই মধ্যে র‍্যাফেল ড্র প্রায় শেষ। র‍্যাফেল ড্রর এক পর্যায়ে কুইজ বিজয়ী আলী হোসেনকে পুরস্কার দেয়া হয়। র‍্যাফেল ড্র'তে এসে যোগ দেন শান্তা ইসলাম, এজাজ খান স্বপন, চিত্রনায়ক ফেরদৌস ও বাদল রহমান।

৪.০০ : প্রতি ১ ঘন্টা পর পর র‍্যাফেল ড্র হবার কথা থাকলেও পরবর্তীতে সেই সময় অতিথি আপ্যায়নের কারণে আর মানা হয়নি। সময় একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। আফসানা মিমি তার গৃহগল্প ডটকম নাটকের পুরো শিল্পীদের টিম নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন জয়া, বিজরী, তাজিন, আজাদ, শর্মিলী আহমেদসহ অনেকে । এছাড়াও ইনামুল হক, শাহাবুদ্দিন নাগরী, পিযূষ, আফরোজা বানু, মীর সাব্বির আসেন। কথা হয় আফসানা মিমির সঙ্গে-

- কেমন লাগছে জন্মদিনে এসে?

: খুব ভালো। ঘরোয়া পরিবেশ মনে হচ্ছে।

-আপনার গৃহগল্প ডটকম কি বন্ধনের মতো জনপ্রিয় হবে?

: এটা দর্শকরা ভালো বলতে পারবে। তবে পরিশ্রম এবং সততার একটা পজেটিভ রেজাল্ট আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৫.০০ : মোটামুটি প্রতি এক ঘন্টা পর পর র‍্যাফেল ড্র জমে ওঠে। প্রতিবারই শাইখ সিরাজ র‍্যাফেল ড্র পরিচালনা করেন। পুরস্কার তুলে দেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিল্পীরা। এর ফাঁকে ফাঁকেই চলতে থাকে আড্ডা, অতিথি আপ্যায়ন। এরই মধ্যে আলী যাকের আসেন।

ক্যাবল আপারেটরদের সংগঠন COAP-এর সভাপতি বারী এক বিশাল ফুলের তৈরি প্লাকার্ড নিয়ে আসেন শুভেচ্ছা জানাতে।

৭.০০ : উৎসবের মধ্যেও চ্যানেল আইয়ের প্রচারকার্য ছিল নিয়মিত। খবর ৭.১৫ মিনিটে। সংবাদ পাঠিকা শাহান আরা লিপি মেকআপ নিয়ে রেকর্ডিং রুমে গেলেন। নিউজ এডিটর শাহ আলমগীর ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শাইখ সিরাজ খবর শুরু হবার ঠিক আগে লিপিকে আবার ফাইনাল ডিরেকশন দেন 'আজকে কিন্তু আমাদের জন্মদিন, ভিউয়ার্সদের সঙ্গে যেন খুব কমিউনিকেটিং হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।'

৭.১৫ : খবর শুরু হয়। নিউজে নিজেদের র‍্যালি দেখতে সবাই মেতে ওঠে।

৭.৪৫ : একে একে আরো শিল্পী কলাকুশলী, নির্মাতারা আসতে থাকেন।

ফুলের শুভেচ্ছা ছিল সারাদিন

চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, পরিচালক খালিদ মাহমুদ মিঠু, সামিনা চৌধুরী, ফাহমিদা চৌধুরী, মডেল সুমী, সুইটি, শিল্পকলা একাডেমীর নাটক বিভাগের পরিচালক এসএম মহসিন, মোজাম্মেল হক, দিলারা জামান, পুনম প্রিয়াম এসে শুভেচ্ছা জানান।

৮.০০ : শুরু হয় বাম্পার কুইজ। নিয়ম ছিল প্রত্যেকে ১টি করে কুপন নেবে অথচ অনেকের কাছে একাধিক এমনকি ১০টি কুপনও পাওয়া যায়। বাম্পার কুইজের প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর কাছে ৪/৫টি কুপন পাওয়া যায়। শাইখ সিরাজ হেসে বলেন, 'তোমাকে এক শর্তে পুরস্কার দেয়া হবে যদি সবার সামনে কান ধর।' পুরস্কার বিজয়ীও কম তেঁদড় না। বলেন, 'স্যার কিন্তু বলেননি কার কান।' বাম্পার কুইজের পুরস্কার তুলে দেন আসাদুজ্জামান নূর।

৮.৩০ : রাতের মেনুতে ছিল কাচ্চি বিরানি। সানক্রেস্টের সৌজন্যে কোল্ডড্রিংক্স ছাড়াও জুস ছিল সবার জন্য। শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন তারানা হালিম, শাহিন সামাদ, কানিজ সুবর্না, মীম, আবিদা সুলতানা, আজিজুল হাকিম, জিনাত হাকিম প্রমুখ। ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, 'যারা চ্যানেল আই শুরু করেছে তারা সবাই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি প্রথম নাটক পরিচালনা করি চ্যানেল আইয়ে, চ্যানেল আইয়ের প্রথম নাটকটিও আমার লেখা। অল্প সময়ে চ্যানেল আইয়ের নিউজটা খুব ভালো হয়ে উঠেছে। এটা দর্শকদের জন্য খুব ভালো একটি বিষয়।'

৯.৩০ : সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার পত্নী বিদিশাসহ আসেন। উপস্থিত সবার দৃষ্টি চলে যায় এরশাদ-বিদিশা জুটির দিকে। শাইখ সিরাজ তাকে নিয়ে বিভিন্ন রুম, নিউজ, শুটিং পরিদর্শন করেন। বিদিশাকে খুব চটপটে ও সপ্রতিভ লাগছিল। যাবার সময় মতামত খাতায় এরশাদ লিখে যান- 'জীবন এক সংগ্রাম। চ্যানেল আই এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে।'

১০.০০ : রাত বাড়তে থাকলে অতিথি আগমন অনেকটা কমে যায়। আবদুল্লাহ আল মামুন আসেন, কিছুক্ষণ থেকে চলে যান। উৎসবের আনন্দে কেটে যায় একটি দিন। সারাদিনের ক্লান্তির অবসান ঘটাতে ফিরে যায় যে যার আপন নীড়ে। ক্লান্ত আর আনন্দের মাঝে চ্যানেল আই তার দর্শকদের জন্য উপহার দিতে ব্যস্ত বিশেষ অনুষ্ঠান মালা।

মেগা পুরস্কার রয়েছে এ পর্বেই

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১ ইঞ্চি কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পাম টপসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায়